যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৩৫

১/ বিবিধ

আরবী

لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما

منكر

أخرجه الحاكم (4/103) وأحمد (5/279) والبزار (1353) والطبراني في "المعجم الكبير " (رقم 1495) عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. واللفظ للحاكم، وقال الآخرون: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..)

وقال الحاكم: إنما ذكرت ليث بن أبي سليم في الشواهد لا في الأصول

وأقول: لقد ذكر ليث في هذا الحديث زيادة لم يروها غيره وهي " (الرائش ...)

كما ذكر البزار، فهي زيادة منكرة لتفرد ليث بها، وهو ضعيف لاختلاطه

وشيخه أبو الخطاب؛ قال البزار وتبعه المنذري في " الترغيب " (3/143) : لا يعرف

وقال الذهبي: مجهول

أما الحديث بدون هذه الزيادة فصحيح، وله طرق ذكرتها في إرواء الغليل ـ كتاب القضاء رقم الحديث (2620)

تنبيه: أورد المنذري الحديث عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ". وقال: رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في " صحيحه " والحاكم وزادوا: (والرائش يعني الذي يسعى بينهما)

وليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين، ولا

عند غيرهم فيما علمت، فاقتضى التنبيه
ثم إن هذه الزيادة الأخرى: " في الحكم "، في إسنادها عندهم عمر بن أبي سلمة، وهو صدوق يخطىء. لكن لهذه الزيادة شاهد من حديث أم سلمة، قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد جيد
فهي قوية بهذا الشاهد. والله أعلم

বাংলা

১২৩৫। আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারীকে অভিসম্পাৎ করেছেন। রায়েসকেও অভিশাপ দিয়েছেন, রায়েস হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাদের দু'জনের মাঝে চলে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/১০৩), আহমাদ (৫/২৭৯), বাযযার (১৩৫৩) ও ত্বারানী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৪৯৫) লাইস হতে, তিনি আবুল খাত্তাব হতে, তিনি আবু যুরয়াহ হতে, তিনি সাওবান হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষাটি ইমাম হাকিম কর্তৃক বর্ণনাকৃত। অন্যদের ভাষায় এসেছেঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাৎ করেছেন।

হাকিম বলেনঃ আমি লাইস ইবনু আবী সুলাইমকে সাক্ষীমূলক হাদীসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি, আসলের ক্ষেত্রে নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের মধ্যে লাইস (হাদীসের শেষে) কিছু বর্ধিত অংশ বর্ণনা করেছেন [আর রায়েস হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাদের দু'জনের মাঝে চলে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে)], এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি যেমনটি বাযযার উল্লেখ করেছেন। এ বর্ধিতটুকুসহ হাদীসটি মুনকার লাইস কর্তৃক তা এককভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে তিনি দুর্বল। আর তার শাইখ আবুল খাত্তাব সম্পর্কে বায্যার এবং মুনযেরী তার অনুসরণ করে "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৪৩) বলেনঃ তাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি মাজহুল (অপরিচিত)।

তবে হাদীসটি উক্ত অতিরিক্ত অংশ ছাড়া সহীহ। এ সহীহ অংশ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২৬২০) উল্লেখ করেছি।

সতর্কবাণীঃ মুনযেরী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم

"ফয়সালা প্রদান করার ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ দাতা আর ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাৎ করেছেন।"

অতঃপর বলেছেনঃ হাদীসটি তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন), ইবনু হিব্বান তার “সহীহ” গ্রন্থে ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শেষে তারা বৃদ্ধি করেছেন যে, "এবং রায়েসকেও (অভিসম্পাৎ) যে উভয়ের মাঝে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে) দৌড় ঝাপ করে।"

কিন্তু উপরোক্ত তিনজনের একজনের নিকটেও আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে (এবং রায়েসকেও...) এ বর্ধিত অংশের কোন অস্তিত্ব নেই এবং আমার জানা মতে (আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে) অন্য কারো নিকটেও নেই।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72114

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন